গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mohfw.gov.bd

বিষয়: **স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নৈতিকতা কমিটির ১০তম সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি : জনাব সিরাজুল হক খান, সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ-৩৩২, ভবন-৩)।
তারিখ ও সময় : ১০.০৪.২০১৮ খ্রিঃ, সকালঃ ১০:৩০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা **পরিশিষ্ট- 'ক'** তে সন্নিবেশিত।

সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে জনাব বাবলু কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল), উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। পরবর্তীতে সভাপতি মহোদয় সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে নৈতিকতার গুরুত্ব তুলে ধরে জানান, নৈতিকতা হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধ। প্রতিষ্ঠানে সেবাধর্মী আচরণ প্রতিষ্ঠার জন্য নীতিগত অবস্থানকে দৃঢ় করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের সবাইকে সম্মান করতে হবে। নিজেকে হীনমন্য না ভেবে কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা এবং জবাবদিহিতার মাধ্যমে কাজ করে সোনার বাংলা গড়তে হবে মর্মে তিনি জানান।

০২. বিগত সভার কার্যবিবরণী পঠন ও অনুমোদনঃ জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, উপসচিব (প্রশাসন-৪) সভাপতির অনুমতিক্রমে বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন। কোন বিরুপ মন্তব্য না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩. বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও পর্যালোচনা:

(ক) আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার: জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, উপসচিব (প্রশাসন-৪) জানান, আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ আইন ২০১৬ গত ৯ মার্চ ২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে চুড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভার নীতিগত অনুমোদনের পর গত ২৪ জানুয়ারি ভেটিং এর জন্য নথি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(খ) ই-গভর্নেন্সঃ

১. **অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম চালুঃ** জনাব আহমেদ লতিফুল হোসেন, সিস্টেম এনালিস্ট, জানান যে, বর্তমানে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কয়েকটি অধিশাখা ও শাখাসমূহ ই-মেইলের মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদান করছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নামে নতুন ডোমেইন ও মেইল আইডি খোলা হয়েছে। সকল কর্মকর্তাকে এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। তিনি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সকল দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়মিত অফিসিয়াল ই-মেইলের মাধ্যমে চিঠিপত্র আদান প্রদানের অনুরোধ জানান। তিনি আরো জানান, মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে তথ্য আদান প্রদান করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের Facebook page খোলা হয়েছে। এই Facebook page এ সকল কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত হতে অনুরোধ জানান। জনাব বাবলু কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সাথে টেলিফোনের মাধ্যমে মনিটরিং করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি প্রতিমাসে মাঠ পর্যায়ে কতটি ফোন করে মনিটরিং করা হয়েছে তা ছক আকারে উপস্থাপন করতে অনুরোধ করেন।

২. **ভিডিও কনফারেন্সঃ** জনাব আহমেদ লতিফুল হোসেন, সিস্টেম এনালিস্ট জানান যে, বর্তমানে মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ভিডিও কনফারেন্স নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

৩. **ই-টেন্ডার চালুকরণঃ** সভায় উপিস্থিত স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মো: আবদুল হামিদ জানান যে, অপারেশনাল প্ল্যানের আওতাভূক্ত কাজগুলো ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে করা হচ্ছে। বর্তমানে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ৭১% ই-টেন্ডারিং সম্পন্ন করেছে। ২০১৮ সালের মধ্যে শতভাগ ই-টেন্ডারিং সম্পন্ন করার

চেষ্টা চলছে মর্মে তিনি জানান। জনাব বাবলু কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) জানান যে, পিডব্লিউডি শতভাগ ই-টেন্ডারিং সম্পন্ন করেছে। সভাপতি জানান, ই-টেন্ডারিং এর সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান ও ঠিকাদারদের ই-টেন্ডারিং বিষয়ক কারিগরি জ্ঞান সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সকলকে ই-টেন্ডারিং এর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, তারা অন্যদের প্রশিক্ষণ দেবেন এবং ই-টেন্ডারিং এর কাজ বুঝতে কোন সমস্যা হলে সরাসরি অথবা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে CPTU'র সহযোগিতা গ্রহণ করবেন। জনাব মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট) জিজ্ঞাসা করেন ভেল্যু কস্টের ১০% নিচে হলে ঠিকাদারগণ কিভাবে টেন্ডার পায়? জবাবে নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মো: আবদুল হামিদ জানান যে, ই-টেন্ডারের সময় ভেল্যু কস্টের ১০% বেশী ও কমে ঠিকাদাররা টেন্ডার দাখিল করতে পারে।

৪. **ই-ফাইলিং:** জনাব প্রফেসর ডাঃ আবুল কালাম আজাদ, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানান যে, বর্তমানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ৫০% কাজ ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মাঠ পর্যায় থেকে ই-ফাইলিং এর কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে। ১৮ই মে সারা দেশে কমিউনিটি ক্লিনিকের পরীক্ষা ও ফলাফল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম উপজেলা পর্যায় থেকে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে মর্মে তিনি জানান। জনাব আহমেদ লতিফুল হোসেন, সিস্টেম এনালিস্ট (কম্পিউটার সেল) জানান, বর্তমানে ই-ফাইলিং এ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অবস্থান ২৬তম। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রতিটি শাখায় ই-ফাইলিং সীমিত আকারে শুরু হয়েছে। জনাব বাবলু কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন করার জন্য উন্নত মানের স্ক্যানার মেশিন, ইন্টারনেটে স্পিড নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান। সভাপতি কর্মকর্তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে ই-ফাইলিং সংস্কৃতি গড়ে তোলার নির্দেশনা প্রদান করেন।

৫. **হাসপাতাল/চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের Biometric Attendance:** জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, উপ-সচিব, প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) জানান, চিকিৎসকসহ চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত অন্যান্যদের কর্মস্থলে উপস্থিতির হার হতাশাজনক। স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসকসহ কর্মকর্তা/কর্মচারিদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গত ১৯ মার্চ ২০১৮ তারিখে ৬ জন বিভাগীয় পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রতিনিধি, উপস্থিতির হার কম-বেশীর ভিত্তিতে ৮টি জেলা হাসপাতাল, ৮টি উপজেলা হাসপাতাল এর প্রধানদের নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি প্রতিদিন সকাল ১০ টার মধ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের উপস্থিতির রিপোর্ট প্রদানে অনুরোধ করেন। প্রফেসর ডাঃ আবুল কালাম আজাদ, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানান যে, অজানা কারণে অনেকেই Biometric Machine এ নাম রেজিস্ট্রেশন করেনা বা হাজিরা দেয় না। তিনি কর্মস্থলের Biometric Machine এ নাম রেজিস্ট্রেশন এবং নিয়মিত হাজিরা দেওয়ার জন্য চিকিৎসকসহ কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রতি অনুরোধ জানান।

(গ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমঃ

১. প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিঃ জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান যে, এইচআর অধিশাখায় জনবল নেই বিধায় জাতীয় প্রশিক্ষণ (ইন-সার্ভিস) গাইড লাইন নির্ধারিত ২ (দুই) মাসের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভার্সনে চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি। প্রাইস গাইড লাইন চূড়ান্তকরণের জন্য আরো ২ মাস সময় বর্ধিতকরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। সার্ভেতে বাজেট কম ধরা হয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়াও ইনোভেশন, ই-ফাইলিং ও শুদ্ধাচারের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস কিছু প্রশিক্ষণ দেবে মর্মে তিনি সভাকে অবিহিত করেন। কিছু জনবল চেয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ করা হবে মর্মে তিনি জানান। জনাব বাবলু কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) প্রশাসন অনুবিভাগকে প্রকিউরমেন্ট ট্রেনিং আয়োজন করতে অনুরোধ জানান। সভাপতি উন্নয়ন অনুবিভাগকে প্রকিউরমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে বলেন। তিনি উন্নয়ন অনুবিভাগকে প্রয়োজনে CPTU এর সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানান। তিনি ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ ও সার্ভে খাতে অপারেশনাল প্ল্যানে যৌক্তিক বাজেট বরাদ্দের জন্য পরিকল্পনা অনুবিভাগকে অনুরোধ জানান।

২. গণশুনানি: প্রফেসর ডাঃ আবুল কালাম আজাদ, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দেশের স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে গণশুনানী আয়োজনে নির্দেশনা প্রদান করেছে। কিছুদিন পূর্বে ঠাকুরগাঁও জেলায় গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) দেশের জেলা হাসপাতালসমূহে গণশুনানীর আয়োজন করতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানান। সভাপতি জানান যে, সচিবকে প্রতি কার্যদিবসে প্রচুর দর্শনার্থীদের সাক্ষাৎ দিতে হয়, তাদের দাবি-দাওয়া শুনতে হয়, সমস্যার সমাধান করতে হয়। এটিও একধরণের গণশুনানী। তিনি অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহকে নিয়মিত গণশুনানীর আয়োজন ও রিপোর্ট স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান।

৩. শুদ্ধাচার বিষয়ক পুরস্কার: বিরতিহীনভাবে মানুষের কাজের সমালোচনা করলে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে মর্মে সভাপতি জানান। তিনি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ভাল কাজের জন্য প্রশংসিত ও পুরস্কৃত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। জনাব বাবলু কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে তিনজনকে পুরস্কৃত করার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন।

ঘ) **বিবিধ:**

সভাপতি মহোদয় দর্শণার্থীদের গেট পাস দেওয়ার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিবদের অনুরোধ জানান। দর্শনার্থীদের সাক্ষাতের উদ্দেশ্য জেনে তিনি গেট পাস দিতে বলেন। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে কাজ না থাকলে তাকে গেট পাস না দিতে পরামর্শ দেন।

৪. **গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ:**

ক্র:নং:	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৪.১	আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ আইন ২০১৬ প্রণয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	জনস্বাস্থ্য অধিশাখা
৪.২	মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৬ তরান্বিত করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।	হাসপাতাল অনুবিভাগ
৪.৩	জাতীয় প্রশিক্ষণ (ইন-সার্ভিস) গাইড লাইন আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভার্সনে চূড়ান্ত করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/HR অধিশাখা। (এ অধিশাখায় বর্তমানে একজন কর্মকর্তাও নেই। সকল কর্মকর্তা পদায়নের পর দুই মাস সময় লাগবে)
৪.৪	প্রতিমাসে কতটি ই-মেইল বা মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে জনগণ বা সেবা গ্রহীতাকে সেবা প্রদান করা হয়েছে তার পরিসংখ্যান, ভিডিও কনফারেন্সিং এর সংখ্যা সভায় উপস্থাপন এবং মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পেজে সকল কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত করতে হবে।	প্রশাসন-৪ অধিশাখা/সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল
৪.৫	প্রতিমাসে মাঠ পর্যায়ে কতটি ফোন করে মনিটরিং করা হয়েছে তা ছক আকারে উপস্থাপন করতে হবে।	মনিটরিং অধিশাখা (হাসপাতাল অনুবিভাগ)
৪.৬	অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহে শতভাগ ই-টেন্ডারিং নিশ্চিত করতে হবে।	স্ব-স্ব অধিদপ্তর/দপ্তর প্রধান
৪.৭	কর্মকর্তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে ই-ফাইলিং সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে; ই-ফাইলিং বাস্তবায়নে উন্নত মানের স্কেনার মেশিন ও ইন্টারনেটের ভালো স্পিড নিশ্চিত করতে হবে; জুন ২০১৮ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে শতভাগ শাখায় ই-ফাইলিং চালু করতে হবে।	প্রশাসন অধিশাখা এবং সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল
৪.৮	উন্নয়ন অনুবিভাগসহ অন্যান্য অনুবিভাগের কর্মকর্তাগণকে প্রকিউরমেন্টের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত সিপিটিইউ সাথে যোগাযোগ করে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উন্নয়ন অনুবিভাগ/ সকল অধিদপ্তর, দপ্তর, স্থাসমূহের প্রধান
৪.৯	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাকে নিয়মিত গণশুনানি আয়োজন এবং তার রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সকল অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহ
৪.১০	হাসপাতাল/চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের Biometric Attendance Machine সচল রেখে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং মনিটরিং জোরদার করতে হবে। প্রতিদিন সকাল ১০ টার মধ্যে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা/কর্মচারিদের উপস্থিতির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৪.১১	কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ভাল কাজের জন্য প্রশংসিত ও পুরস্কৃত করতে হবে; শুদ্ধাচার বিষয়ক পুরস্কার জন্য নির্ধারিত কোডে অর্থের সংস্থান রাখতে হবে।	বাজেট অনুবিভাগ

ক্র:নং:	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৪.১২	দর্শনার্থীদের সাক্ষাতের উদ্দেশ্য জেনে গেট পাস দিতে হবে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে কাজ না থাকলে তাকে গেট পাস দেয়া যাবে না।	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (সকল)

৫. আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত: ১৯.০৪.২০১৮
(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং- ৪৫.১৪১.০১৪.০০.০০.০০২.২০১৬-১৩৪

তারিখ: ০৯ বৈশাখ ১৪২৫ / ২২ এপ্রিল ২০১৮

সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথ বাস্তাবয়নপূর্বক অগ্রগতি প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের অনুরোধসহ:

সদয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়): (মন্ত্রণালয়/বিভাগ)

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য/হাসপাতাল/নার্সিং ও মিডওয়াইফারী/ঔষধ প্রশাসন ও আইন/আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট/বাজেট), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. যুগ্মসচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. উপসচিব, প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সদয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়): (অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা)

১. মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।
৩. চিফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
৪. ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।

জ্ঞাতার্থে:

১. সচিবের একান্ত সচিব স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা (শুদ্ধাচার কর্ণারে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(মো: লুৎফর রহমান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৩৬২
ই-মেইল monitor@mohfw.gov.bd